pub/com

তারিখ 17 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব

012

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী শিক্ষার বিকাশ

ইসলামের মহান শিক্ষার গুণে গুণান্বিত হয়ে এককালে মুসলমানগণ সভ্যজগতে সকল জাতির শীর্ষে স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। কালক্রমে যখন মুসলমানগণ ইসলামের বাস্তবমুখী আদর্শ ও শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তখনই তাদের ধীরে ধীরে হতে থাকে পতন। যারা সত্য ও সুন্দর থেকে ভ্রষ্ট হয়, পতন তাদের জন্যই এমন করে চির অবধারিত।

মুসলমানদের আদর্শে, মুগ্ধ হয়ে ইউরোপবাসীরা ইসলামের প্রজ্জ্বলিত আলোককে বুকে ধারণ করে ইসলামের আদর্শ, নীতি ও অনুশাসনকে যখন ইউরোপে নিয়ে যায় এর প্রভাবে তথাকার ইংরেজগণ তখন জ্ঞানে-গুণে, শৌর্যে-বীর্যে রাতারাতি বড় হতে থাকে। সত্য ও সুন্দরের যারা পূজারী ও অনুসারী তাঁদের উন্নতি ও উত্থান এভাবে অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। সে জন্যই ইংরেজগণ সেদিন সামান্য সওদাগীরির অবস্থা থেকে গোটা পৃথিবীর বুকে আধিপত্য বিস্তার করে প্রভুর পদে উন্নীত হয়েছিল।

সত্যিকারভাবে ইসলামী শিক্ষাই আমাদিগকে মহীয়ান ও জ্ঞানে-গুণে চির গরীয়ান করে গড়ে তুলতে পারে। গোলযোগে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীর মোহেমত্ত মানুষদেরকে একমাত্র ইসলামী শিক্ষাই সঠিক পথে পরিচালিত করে অমৃতময় শান্তি ও সুখের আস্বাদন দিতে পারে।

আমরা এখন পরাধীন নই। দুনিয়ার আর সকলের মাঝে উন্নত মস্তক তুলে দাঁড়াবার আকাঙ্ক্ষা কি আমাদের নেই? গগনচুম্বী পর্বতের ন্যায় শির উচু করে আমাদের দাঁড়াতে হলে সর্বপ্রথম চাই ইসলামের আদর্শমুখী বাস্তব শিক্ষা ও দীক্ষা। সেজন্য ইসলামী শিক্ষার কদর করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানদের উন্নতি অসম্ভব, আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এজন্য ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নগরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, স্থানে-স্থানে চাই ইসলামী শিক্ষাঙ্গন। যেই শিক্ষাঙ্গন দিকে দিকে জ্বেলে দিবে ইসলামের আলো; যেই আলোকবর্তিকার মধ্যে মুসলমানগণ অতি সহসাই পেয়ে যাবে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' নামক সুপথের সন্ধান। পৃথিবীর কলঙ্ক-কালিমা, কুসংস্কার, অবিচার, অনাচার, পাপাচার, হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাদি যত অধর্ম আছে, যত কুকর্ম আছে—এসব বিদূরীত করে নিরাপত্তাময় শান্তি-সুখের পরিবেশ গঠন করতে একমাত্র ইসলামী শিক্ষাই যথার্থ সহায়ক।

অত্যন্ত সুখের বিষয়, আজ বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিকাশকল্পে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আরো স্থাপিত হয়েছে— গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য এবতেদায়ী মাদ্রাসা। ইসলামের উচ্চস্তরের শিক্ষাকে যথার্থ সার্থকরূপে বাস্তবায়িত করতে হলে এই এবতেদায়ী শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমাদের এই এবতেদায়ী শিক্ষার উপরই গড়ে উঠবে আমাদের উচ্চ স্তরের ও সত্যতার উন্নয়নমূলক সকল শিক্ষা। একটা রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা যদি যথার্থ সঠিক ও সার্থকভাবে সম্পাদিত হয় তবে সেই রোগীর রোগ আরোগ্যের ব্যাপারটা যেমন করে সহজসাধ্য ও আরোগ্যময় হয়ে দাঁড়ায় ঠিক তেমনি একটা ছাত্রের প্রাথমিক সুশিক্ষার কৃতকার্যতার উপরই তার ভবিষ্যতে (মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যাদলয়) সকল উচ্চ স্তরের শিক্ষার সফলতা ও উতকর্ষতা নির্ভরশীল। ইসলামী শিক্ষা বিকাশে সেহেতু তাই আমাদেরকে এবতেদায়ী শিক্ষার উপর জোর প্রস্তুতি নিতে হবে।

একটা গৃহের খুঁটি বা ভিত্তির মজবুতের উপর নির্ভর করে এর সুদৃঢ়তা ও স্থায়িত্বতা। অন্যথায় ভিত্তি যদি দুর্বল হয় তবে ঐ গৃহের অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক। আমাদের এবতেদায়ী শিক্ষা তদ্রুপ ইসলামী শিক্ষা বিকাশের খুঁটি বা ভিত্তিস্বরূপ। যেহেতু আমাদের এই এবতেদায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার সুদৃঢ়তার উপরই ইসলামী শিক্ষা বিকাশের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। সেহেতু, মুসলমান হিসেবে মহানবী (সঃ)-এর উম্মত হিসেবে এই শিক্ষার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন এবং আমাদের সকলের সহায় ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রাখা একান্ত দরকার।

এদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকার যেভাবে সরকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন; সেভাবে যদি সরকার এবতেদায়ী শিক্ষাকেও সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেন তাহলে ইসলামী শিক্ষা আর পিছিয়ে থাকবে না। আর এই শিক্ষার বদৌলতে একদিন না একদিন আলোকের ধারক ও বাহকরূপে ইসলামের অযুত সেনা (মুজাহিদ) আবির্ভূত হয়ে আমাদের কুসংস্কার ও গোঁড়ামী বিদূরীত করে সমাজপ্রকৃত শান্তি ও প্রগতি আনয়নে সচেষ্ট হবে।

—মোখতার আহমদ
সহ-শিক্ষক,
পানিপাড়া সি, মাদ্রাসা,
ডাকঃ রামমোহনবাজার,
জেলাঃ কুমিল্লা।